কাঁকড়া .....

গরম জলের উষ্ণ প্রস্রবণ যেন শরীরের ক্লান্তি ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে , হঠাৎ একটা নিকষ কালো কাঁকড়া যেন ধীরে ধীরে রাই এর পা য়ের পাতা থেকে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসছে . রাই চিৎকার করছে কিন্তু নিজের গলা শুনতে পাচ্ছেনা , ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁকড়া টা উঠে আসছে আর তার চেহারা যেন আরো বিশালাকার হয়ে উঠছে | সাদা মেঝে তে জলের ধারা লাল আরো লাল হয়ে উঠছে | রাই এর যন্ত্রনা জলের ধারায় মিশে ওর গাল থেকে ঝরে পড়ছে | রাই চিৎকার করছে , কিন্তু নিজের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেনা | ওই দিকে বাথরুম এর দরজায় আঘাতের আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তার পা দুটি যন্ত্রনায় নিথর হয়ে গেছে .....

একটা প্রচন্ড ঝটকায় রাই নড়ে উঠলো , কতগুলো অস্পষ্ট ছবি নড়ে বেড়াচ্ছে | শরীর টা বড্ডো অবশ হয়ে আছে , একবার রাই মাথা তোলার চেষ্টা করলো কিন্তু পাথরের মতো ভারী ,বেশিক্ষন তুলে রাখতে পারলোনা | একটা অস্পষ্ট নারী মুখ কি সব বলতে বলতে রাই এর চোখে তার স্পষ্ট চেহারা ফুটে উঠলো .. " কি কেমন বোধ করছেন এখন " , এই বলে সেই অপরিচিত নারী মুখ ঘাড় ঘুরিয়ে কাকে যেন বললো "এই বড় ম্যাডাম কে বল পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে ,ওর বাড়ির লোক দের জানাতে " | রাই এর সত্যি জ্ঞান ফিরেছে | শুধু মনে হচ্ছে শরীর টা কে দড়ি দিয়ে কেউ বেড এর সাথে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে | রাই এর প্রথম যেটা মনে হলো , " ইস , এখন তো সকাল হবে , ছেলে টা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে নিশ্চয়ই , দুধে সর পড়লে একদম খেতে চায় না ", এই ভেবে নিজের মনে আবার ভাবলো ' মা রা তো আছেই বাড়িতে , সব সামলে নেবে' , এই ডাক্তার নার্স রা কিছু বোঝেনা , এখনই আমাকে একটু হেল্প করলেই আমি উঠে হেঁটে চলে যেতে পারি | বাবা , অমিত বাইরেকি অধীর অপেক্ষায় আছে , আমাকে না দেখলে ..... উফফ : বলছি তো নার্স কে শুনছেনা কেন আমার কথা, আমি তো এখন আমার গলা শুনতে পাচ্ছি |"

ক ..... রাই এর আবার চোখের পাতা ভার হয়ে এলো , ঘুম ভাঙলো অমিতের ডাকে " এই চোখ খোল , শুনতে পাচ্ছ ? এই যে আবার চোখ বন্ধ করে , সব ঠি আছে তো ডাক্তার বললো ", অমিতের কালো মাখা চিন্তা ঘেরা মুখে এক নিশ্চিন্তির হাসি , পাশে বাস্প ভরা চশমার কাঁচে ওই তো বাবা | " রাই এর সার্জারি ভালোই হয়েছে , ওই একদলা মাংস পিন্ড সারা শরীর টা কে বিষাক্ত করার আগেই অপারেশন টা হয়েছে | কাঁকড়ার স্বপ্ন টা এখন দেখতে পায় না রাই | নিয়ম বিধি মেনে ছয় টা কেমো থেরাপি সহযোগে এক মাসের রেডিয়েশন .... ডাক্তারবাবু যখন এই কথা গুলো অনায়াসে বলছিলেন , রাই টেবিলের তলায় নিজের হাত লুকিয়ে আঙ্গুল ঘুনছিলো , ' তার মানে তো পুজোর সময় কেমো চলবে | এবার আর সিঁদুর খেলা হবেনা | রাত জেগে ঠাকুর দেখা রাত বারোটায় ফুচকা ,এগ রোল সব গেলো ' | অমিতের সাথে প্রথম কেমো শুরুর আগেই রাই নতুন বেশ টা কিনে এনেছিল , বেশ দেখতে হয়েছিল নকল চুলে রাই এর সাজ | একটু দোনোমোনা করছিলো ,কিন্তু অমিত এর পছন্দই শেষ কথা রাই এর কাছে| অমিত বললো ' এই টা নাও , ওয়েস্টার্ন পোশাকেও মানিয়ে যাবে | নকল চুলের নকল সিঁথি তে অমিত সুন্দর করে সিঙ্গার কুমকুম দিয়ে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছিলো , তাতে দেখে আরো স্বাভাবিক লাগছিলো | পুজোর প্যান্ডেল তৈরির বাঁশ গুলো সামনের মাঠে জড়ো হচ্ছে , কাঠের বড় বড় তক্তা , রঙিন কাপড় এসে গেছে পাড়ার ক্লাব ঘরে | বারান্দায় সন্ধের আলো আঁধারি তে রাই সেটা দেখছিলো , অমিত পিছন থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বললো , 'আমরা বেশি রাত ভোরে ঠাকুর দেখতে যাবো কেমন , ভোরের আলো ফোটার আগেই ফিরে আসবো , কি !এবার রাজি তো ঠাকুর দেখতে বেরোনোর জন্য ? ' রাই চোখের জল মাখা হাসি হেসে শুধু বলেছিলো ,' হুম ' | সেদিন ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লে ,অমিত বাথরুমে র আয়নার সামনে রাই কে দাঁড় করিয়ে শেভিং রেজার দিয়ে স যত্নে রাই এর মাথা টা কামিয়ে দিয়েছিলো , মাঝে মাঝে বলছিলো ,'' কি গো লেগে যাচ্ছেনা তো , আমি হালকা

হাতেই করছি |" রাই সেদিন খুব কেঁদেছিলো অমিত করে জড়িয়ে ধরে , কারণ অমিত এর চোখে তখন সেই প্রথম ভালো লাগা কিশোরের চাহনি দেখেছিলো সে , শুধু যেটা ভয় হয়েছিল টুকুন সকালে উঠে ওর মা কে চিনবে তো ? ভয় পাবেনা তো | টুকুন সকালে ঘুম ভেজা চোখে বলেছিলো রাই এর গলা জড়িয়ে ' মা তোমার চুল কে নিয়ে গেলো? ' রাই বলেছিলো , আমি দুষ্টু করেছি চুল ছোট করে কেটে তাই সকালে দেখি নেড়া হয়ে গেছি , ম্যাজিকের মতো ' , টুকুন বললো , আর আসবেনা তোমার চুল গুলো ?রাই বললো ' আসবে আসবে কিন্তু কিছুদিন সময় লাগবে ' টুকুন বলেছিলো , ' না মা এটা ভালো লাগছেনা তুমি অন্য চুল করে নাও ,' রাই বললো ' ঠিআছে বাবা , তাই হবে কিন্তু সেটা নকল চুল হবে , তুমি কাউকে বলোনা কিন্তু তাহলে সত্যি চুল আর আসবেনা ' টুকুন বলেছিলো গলা জড়িয়ে' না মা কাউকে বলবোনা , শুধু বাবা দাদু দিদা ওদের বলবো তো ? ' রাই জড়িয়ে ধরে টুকুন কর বলেছিলো ' হ্যাঁ বাবা বোলো কিন্তু আর কারোর সামনে নয় কেমন ' .....

কত ঘুমহীন রাত পার হয়েছে অসহ্য যন্ত্রনা নিয়ে , কিন্তু রাই জানতো পাশে আরো একজোড়া চোখ সেই যন্ত্রনা দেখে মুখ বন্ধ করে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে , আর রাই এর তুলতুলে খালি মাথা তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে , আর মাঝে মাঝে বলছে ' চোখ বন্ধ করে একটু চেষ্টা করো , একবার ঠিঘুম আসবে '.....

রাই যখন radiation এর লম্বা লাইন এ ওয়েটিং রুম এ বসে থাকতো , অমিত তখন গরমে গাড়ির দরজা খুলে পার্কিং এ বসে অফিসের আধবেলার কাজ সারতো |

.....পাঁচ বছর হয়ে গেলো , টুকুন তিন থেকে এখন আট | পাঁচ বছরের টুকুনের জন্মদিনে টুকুন বলেছিলো , 'মা সত্যি তোমার চুল টা আর কখনো ছোট করবেনা কিন্তু ' |

এবারের গরমের ছুটি তে টুকুন কে নিয়ে রাই অমিত তালসারি তে বেড়াতে গেছিলো, ওই উইকেন্ড ট্রি | রাই হাতে চটি জোড়া নিয়ে যতই পা টিপে হাঁটছে , ঠিপা য়ের শব্দ পেয়ে ছোট্ট লাল কাঁকড়া গুলো পিলপিল করে গর্তে দুঃখে যাচ্ছে | আর কালো কাঁকড়ার স্বপ্ন টা দেখেনা রাই , লাল টুকটুকে কাঁকড়া গুলো লাল পাপড়ির মতো বালির উপর ছেয়ে আছে | রাই যতই এগোচ্ছে ওরা আরো পালিয়ে যাচ্ছে , পিছন থেকে অমিত বলছে , ' রাই পা টিপে ওদিক টায় গিয়ে একবার দাঁড়াও না একটা ছবি তুলবো লাল কাঁকড়ার ব্যাক গ্রাউন্ড নিয়ে |©dipshikhadey